দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...7 SEP 2009...
কলাম ......২......

ঢাবির হলে হলে বহিরাগত

বাধ্যতামূলক ডিজিটাল আইডি কার্ড উপেক্ষিত

॥ সাইদুর রহমান ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র জাল করে বহিরাগত ও বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্ররা ঢাবির আবাসিক হলগুলোতে অবস্থান করছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি আবাসিক হলে জাল পরিচয়পত্র করে হলে থাকার সত্যতা মিলেছে। এর আগে বহিরাগতরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় হলগুলোতে অবস্থান করলেও এখন নিজেদের ছাত্র পরিচয় দিয়ে থাকছে। এতে হলের নিয়মিত ছাত্ররা নতুন করে বিড়ম্বনায় পড়েছে। মূলত নীলক্ষেতের অসাধু দোকানিরা কম্পিউটারের মাধ্যমে দেদারছে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। অন্যদিকে ডিজিটাল পরিচয়পত্র (বারোয়ার্স আইডি কার্ড) প্রকল্প চালু হওয়ার তিন বছর অতিবাহিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ৭৫০ জন ছাত্র এ পরিচয়পত্র নিয়েছেন।

জাল পরিচয়পত্র করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান ইত্তেফাককে বলেন, বহিরাগতরা হলে থাকার বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। জাল পরিচয়পত্রধারীদের বিরুদ্ধে কোন তথ্য পেলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। তবে হল প্রভোস্টরা বিষয়টি নিয়ে সিরিয়াস হলে সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি জানান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জাল পরিচয়পত্রধারী বহিরাগতরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেই থাকছে না, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনেও নিয়মিত যাতায়াত করছে। (২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবির হলে হলে বহিরাগত

(প্রথম পৃঃ পর)

পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সুবিধা ভোগ করছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের ১২টি হলের মধ্যে প্রতিটি হলেই কমবেশি বহিরাগত অবস্থান করছে। তবে মেয়েদের চারটি হলে বহিরাগত নেই বললেই চলে। বহিরাগতরা ছেলেদের হলগুলোতে স্থায়ীভাবে দুই-তিন বছর হলে থাকার লক্ষ্যে পরিচয়পত্র জাল করছে। বহিরাগতদের আবার হলে থাকার ক্ষেত্রে ছাত্রনেতাদের মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দিতে হয় বলে জানা গেছে।

জাল পরিচয়পত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, স্যার এ এফ রহমান হল, সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম (এস এম) হল, জগন্নাথ হল ও শহীদুল্লাহ হলে বেশি পরিমাণে বহিরাগত থাকছে বলে জানা গেছে। ছাত্রদের পরিচয়পত্র নয়, শিক্ষকদের পরিচয়পত্রও জাল করার ঘটনা ঘটেছে। গত বছর শেষের দিকে এক ব্যক্তি জাল শিক্ষকের পরিচয়পত্র তৈরি করে শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে। জনৈক ব্যক্তি নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের শিক্ষক পরিচয় দিয়েছিল।

হলগুলো সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কবি নজরুল কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজসহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্ররা আবাসিক সুবিধার্থে হলগুলোতে থাকছে। স্থায়ীভাবে হলে আবাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাল পরিচয়পত্র করে হলে থাকছে।

সুফল মিলছে না ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রকল্পের

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই বর্তমানে আগের তৈরি করা পরিচয়পত্র ব্যবহার করছেন। আর এই পরিচয়পত্র সহজেই জাল করা সম্ভব হচ্ছে। পরিচয়পত্রকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ডিজিটাল পরিচয়পত্র দেয়া শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্পটি তত্ত্বাবধান করে। তবে এ পরিচয়পত্র নেয়ার জন্য বেশ কয়েকবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কোন সুফল মিলেনি। এ পর্যন্ত এক হাজার ১৫২ জন শিক্ষক, ৭৫০ জন ছাত্র ও ৩১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এ পরিচয়পত্র নিয়েছে বলে গ্রন্থাগার সূত্রে জানা গেছে। অথচ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩৪ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বলেন, টাকার বিনিময়ে হলে ছাত্র ওঠানোর অভিযোগ রয়েছে। এখন থেকে কঠোর দিকছে এ ধরনের কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। আগামী ঈদের পর থেকে ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রকল্পটি ভালোভাবে চালু করা হবে। প্রত্যেক ছাত্রকে ডিজিটাল পরিচয়পত্র নিতে বাধ্যতামূলক করা হবে।